কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের জীবন ও সৃষ্টিকে আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে তাঁর কাব্যসাধনার মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছি। এই কাজের ক্রমঅগ্রগতিতে আমার বোধগম্য হয়েছে যে, বাংলা সাহিত্যের এই উজ্জ্বল প্রতিভার বিকাশ, প্রতিষ্ঠা এবং স্থিতিকে বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে যেতে না দেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। এছাড়াও তাঁর জীবনব্যাপী গবেষণা ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বিদ্বৎসমাজকে অবহিত ও আগ্রহান্বিত করাই আমার উদ্দেশ্য।

আমার এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যিনি আমাকে পরিপূর্ণরূপে পরিকল্পনা ও সহযোগিতা দান করেছিলেন, তিনি হলেন প্রয়াত অধ্যাপক গোকুলানন্দ মিশ্র মহোদয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে এই গবেষণার কাজ শুরু হয়। তিনিই বিভাজন ও কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের কাব্যসাধনার বহুত্বভাবনা ও বিশ্লেষণ এবং আঙ্গিক বা প্রকরণে নবনিরীক্ষার বিষয়ে আমাকে সাগ্রহ উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর বার্ধক্যজনিত অকাল প্রয়াণে এই আরব্ধ কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই পরিসরে আমি তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি। পরবর্তীকালে এই আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রসারিত করেছেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. বাণীরঞ্জন দে মহাশয়। বিভিন্ন তথ্য সজ্জা সহ কর্মরূপায়ণের ক্ষেত্রে উনার কাছ থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা স্মরণীয়। তিনিই এখন আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধুনা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, অন্যান্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই। উনাদের বিভিন্ন গ্রন্থ, মূল্যবান পরামর্শ আমাকে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছে। পাঁশকুড়া কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই, মেদিনীপুর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুস্নাত জানা মহাশয়ও নানা সময়ে নানা মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। উনাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করতে চাই।

গবেষণার ব্যাপারে সর্বদা উৎসাহিত এবং সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন জকপুর বিবেকানন্দ শিক্ষায়তনের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ড. নিতাই জানা, অমিত্রাক্ষর পত্রিকার সম্পাদক অচিন্ত মারিক মহোদয়গণ। উনাদের কাছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রী

মাধবেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, শ্রী চন্দন বাঙ্গাল, শ্রী ভাগবত সীট, শ্রী তুষারকান্তি পান, মেদিনীপুর কলেজের গ্রন্থাগারের শিক্ষাকর্মী শ্রী সুকুমার শাসমল মহাশয়ের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাঁরা নানা তথ্য এবং পুস্তক সংগ্রহের কাজে আমাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছেন। শ্রীমতি কবিতা ভট্টাচার্য (চৌধুরী) ও শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নানা মূল্যবান আলোকচিত্র ও চিঠির প্রতিলিপি আমাকে দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রী হরিপদ মণ্ডল, সহশিক্ষক শ্রী অনুত্তম ভট্টাচার্য মহোদয়গণ ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালের বিদ্যালয় পত্রিকা 'আলো'তে প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা ও একটি প্রবন্ধ উদ্ধার করে আমার গবেষণার কাজে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটির পত্রিকা সম্পাদক শ্রী সিদ্ধার্থ সাঁতরা মহাশয়ের কাছ থেকে চলচ্চিত্র বিষয়ক কয়েকটি দুর্লভ প্রবন্ধ পাওয়ায় আমার এই গবেষণা পত্রটির আঙ্গিক শতগুণ বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করি।

ঋণ স্বীকার করছি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বহু বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের বহু গ্রন্থ ও পত্রিকার কাছে, বিশেষ করে অমিত্রাক্ষর, কিংশুক, জ্বলদর্চি, এবং মহুয়া, জলার্ক, এবং মুশায়েরা, সহ অন্যান্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, বার্ষিক পত্রিকার কাছে। সেক্ষেত্রে যদি কোনো তথ্যের অনিচ্ছাকৃত কিংবা ভুলবশত ত্রুটি ঘটে থাকে অথবা মুদ্রণজনিত কোনো ভ্রান্তি বা প্রমাদ ঘটে থাকে সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার স্বর্গীয় পিতা রবীন্দ্রনাথ ভূঁইঞ্যার চরণে। উনি অন্তরালে থেকে স্নেহাশীষ বর্ষণ করেছেন। সেই সঙ্গে আমার মা, আমার দুই কন্যার কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ। এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে অনেকের ঋণ দু'হাত পেতে নিয়েছি – তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এঁদের প্রত্যেককে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

Malina Bhunia

(মলিনা ভূঁইঞ্যা)